দৈনিক ইত্তেফাক

06 MAY 2008

প্রশ্নপত্র ফাঁসের চোরাগলি থেকে বের হতে পারছে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছি ঃ ভারপ্রাপ্ত ভিসি

॥ নিজামুল হক ॥

প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক হয়রানি, টাকার বিনিময়ে কলেজগুলোতে শাখা অনুমোদনসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি এখনো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্যসঙ্গী। যে কারণে কিছুতেই ইমেজ সংকট কাটিয়ে উঠতে পারছে না দেশের বৃহত্তম এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করেই নির্বিচারে লোক নিয়োগ এবং মেধা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা না করে পদোন্নতি প্রদানের কারণে প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক সক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি সবচেয়ে বেশি ক্ষুণ্ন করেছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস ও এক শ্রেণীর শিক্ষকের যোগসাজশে প্রতিবছর প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হবার পরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিপূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সেই কারণে বছরান্তেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৬-৭ শিক্ষাবর্ষে পরপর তিনটি পরীক্ষা বাতিল করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদ জানালেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বারবারই বলে এসেছে "প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি"। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে।

অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (১৫শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

প্রশ্নপত্র ফাঁসের

(১৬শ পৃঃ পর)

সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। সার্টিফিকেট তুলতে গিয়ে কর্মচারীদের ঘুষ প্রদান অনেকটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। অবশ্য আজকাল প্রকাশ্যে ঘুষ লেনদেন অনেক কমেছে। তবে হয়রানির ঘটনা ঘটছে আগের মতোই।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শাখা অনুমোদনের পর প্রতিষ্ঠানগুলো কোন নীতিমালা না মেনেই শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। অনুমোদন না নিয়েই শাখা চালু করা হচ্ছে। দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষার্থী ভর্তি চলছে। এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীরব ভূমিকা পালন করছে। অভিযোগ রয়েছে, টাকার বিনিময়ে কলেজগুলো অনেক অবৈধ কাজ বৈধ করে নেয়।

এ বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে। তবে এ অনিয়ম ও দুর্নীতি দূর করতে নানা পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব অনিয়ম দূরীকরণের পাশাপাশি শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রশাসনিক সংস্কার, অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী বদলি, পরীক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার, গ্রেডিং পদ্ধতি চালু, অভিযোগ ও পরামর্শ বক্স স্থাপন, মানবসম্পদ উন্নয়ন দফতর চালু, স্কুল ও কেন্দ্রের বোর্ড অব ডিরেক্টরস ও বোর্ড অব স্টাডিজ গঠন, আইসিটি কোর্স প্রবর্তনসহ নানা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছি। এ চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনার কিছু অংশ বাস্তবায়ন হয়েছে। বাকিগুলো প্রায় সমাপ্তির পথে। তিনি বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমান পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন আশংকা নেই বলে তিনি দাবি করেন। বিগত দিনের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। প্রশাসনিক কাজে গতিশীলতা আনতে কর্মকর্তাদের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বদলি করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নেয়া হচ্ছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার আনা হয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনতে মডারেশন থেকে শুরু করে পরীক্ষা গ্রহণের সময় ও প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। মডারেশনের সময় বিশেষ তদারকির ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর আগে এ কাজ অনুসরণের জন্য দীর্ঘ সময় ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হতো বলে অভিযোগ রয়েছে। মডারেশনের পর প্রশ্নপত্রের সীলগালাযুক্ত খাম সরাসরি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। মডারেশন শাখায় নিয়োজিত কর্মচারীদের বদলি করে এ শাখা নতুন করে সাজানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেড পদ্ধতি চালু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রেড পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পদ্ধতি প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি তাদের সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। এ সুপারিশ একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ৩টি স্কুল ও কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রেডিং পদ্ধতি কাজ সমাপ্ত হয়েছে বলে তিনি জানান।

শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষকদের হয়রানি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সেবা প্রত্যাশীগণ যাতে প্রত্যাশিত ও প্রয়োজনীয় কাজ করতে গিয়ে কোন হয়রানির শিকার না হন, এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চার্টার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে কোন হয়রানির শিকার না হন এজন্য অভিযোগ বক্স রাখা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট প্রসঙ্গে তিনি জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের বাইরে যে সকল কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে, সে সকল কলেজে ক্লাস নেয়ার কাজ শুরু করেছেন। প্রাথমিকভাবে ২১ জন শিক্ষককে এ কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অবশিষ্ট শিক্ষকদের এ কাজে সম্পৃক্ত করা হবে বলে তিনি জানান।

বিভিন্ন কলেজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে শিক্ষা উপকরণ কর্মসূচির ব্যয় নির্বাহের জন্য বই ও সাময়িকী ক্রয় উপখাতে ৪০ লক্ষ এবং গবেষণা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ১৫ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কলেজের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে কলেজ অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত ভিসি জানান, ভিসি হিসাবে দায়িত্ব পাবার পর এ পর্যন্ত নানামুখি উদ্যোগ নিয়েছি। এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে সার্বিক কাজ একাই করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারের উচিৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি দ্রুত প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগ দেয়া। এদের নিয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষিত একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।